SYLLABUS

GENERAL & HONOURS

SEC–2

SEMESTER–IV

MARKS—50

রচনাশক্তির নৈপুণ্য

(ক) ব্যক্তিগত ব্যবহারিক প্রাতিষ্ঠানিক পত্রলিখন

(খ) সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা

(ঘ) ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ

(গ) অনুচ্ছেদ রচনা

Scanned with CamScanner

পত্র লিখন

পত্রের বিভাজন ঃ পত্রের বিষয় বস্তু অনুসারে পত্রকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—ব্যক্তিগত পত্র, সামাজিক পত্র, ব্যবসায়িক পত্র এবং ব্যবহারিক পত্র।

ব্যক্তিগত পত্র ঃ ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব সমস্যা বা বিষয়গুলি যখন পত্রে প্রকাশ করে তখন তাকে ব্যক্তিগত পত্র বলে। এই ব্যক্তিগত পত্রের পর্যায়ে পরে পারিবারিক পত্র, প্রেমপত্র, বন্ধুর নিকট পত্র প্রভৃতি।

সামাজিক পত্র ঃ সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আমন্ত্রণের কোন বিষয় যখন পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলে সামাজিক পত্র। এই পর্যায়ে আছে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। যথা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পুজাপার্বণ, ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান বিষয় সংক্রান্ত পত্র।

ব্যবসায়িক পত্র ঃ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় যখন পত্রে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে ব্যবসায়িক পত্র এই পর্যায়ে আছে এজেন্সী প্রার্থনা সংক্রান্ত পত্র, অর্ডার বা ফরমায়েশ পত্র, অভিযোগ পত্র, ফরমাশ বাতিল করণ পত্র, ইত্যাদি।

ব্যবহারিক পত্র ঃ অফিসের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয় পত্রে প্রকাশিত হলে তাকে বলে ব্যবহারিক পত্র। এই পর্যায়ে আছে কর্মপ্রার্থীর আবেদন পত্র, সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে পত্র, ব্যাঙ্ক বীমা সংক্রান্ত পত্র, চাকুরী জীবির ছুটির আবেদন সংক্রান্ত পত্র, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সংক্রান্ত পত্র ইত্যাদি।

পত্র গঠনরীতি ঃ পত্রের গঠনরীতি বিবর্তনধর্মী। প্রাচীন কালে পত্রের গঠনের যে রীতি ছিল আধুনিক কালে তা প্রায় বিবর্জিত। যেমন পূর্বে পত্র শুরুর সম্ভাষণে লেখা হত পূজ্যপাদ শ্রীচরণারবিন্দেষু। বর্তমানে সম্ভাষণে এই রীতি প্রায় অচল। সমাজ ও কালের বিবর্তনের সঙ্গে পত্রের গঠনরীতি বিভিন্ন বিষয় পরিবর্তিত ও সহজতর হয়েছে।

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠানিক চিঠি

✿ পত্র রচনার গুরুত্বকথা ঃ

'PLz,tor Add ta de. Ami Jabɔ, Bhalo ac6ix'_এই রকম S.M.S হামেশাই তোমরা তোমাদের মোবাইলের ইনবক্সে স্টোর কর এবং সেন্টবক্স থেকে সেন্ট করো। ওয়ার্ড লিমিট বাঁচানোর জন্য 'Please' হয়ে যায় 'Plz'। 'Achis' মাঝে মাঝে হয়ে যায় 'ac6ix'। খেয়াল করো বন্ধুরা এগুলো একধরনের ভাষা হলেও, ব্যাকরণ মানে না। তাই S.M.S এর দৌলতে পত্রলিখন ধীরে ধীরে চিরঘুমে তলিয়ে যাবে। অবশ্যি সেই পত্র হল ব্যক্তিগত পত্র। মোবাইলের মাধ্যমে যদি সমস্ত দিনের কথাবার্তা, আলাপচারিতা চালানো হয়ে যায় তবে সত্যি সত্যি আর কেন মাথা ঘামিয়ে চিঠি লিখবে?

তবুও কোথাও কোথাও চিঠি লেখার খুবই দরকার। না, আমি তোমাদের সুহৃদদের কথা বলছি না। আমি বলছি কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনো জরুরী ব্যাপারে সচেতন করতে বা তোমার কোনো বক্তব্য পেশ করতে 'প্রাতিষ্ঠানিক চিঠি'র গুরুত্ব অপরিসীম। ধরা যাক, তোমার কলেজ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার যখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবে তখন কি আর S.M.S কাজে লাগবে? লাগবেই না। স্যার/ ম্যাডাম হয়ত বলবেন 'একটা অ্যাপ্লিকেশন্' দিও। ব্যস্ মাথায় হাত। পাশের বন্ধুকে বললে 'এ্যাই! অ্যাপ্লিকেশন লিখব কিভাবে রে?' তোমার বন্ধুও তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে বা ঠোঁট ওল্টাতে পারে। তাইজন্য প্রাতিষ্ঠানিক পত্ররচনার অন্ধি-সন্ধিগুলো জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

✿ পত্র রচনার কাঠামো ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের কিছু কাঠামো আছে। সেই কাঠামোতে ভালভাবে ভাষা লেপন করলে সার্থক পত্র হয়ে উঠবে। কাঠামোটি হল ঃ

(ক) প্রাপকের ঠিকানা

অর্থ ঃ যে পত্র পাবে/যার উদ্দেশ্যে পত্ররচনা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ঠিকানা

উদাহরণ ঃ (১) মাননীয়
অধ্যক্ষ মহাশয়
আরামবাগ গার্লস কলেজ
আরামবাগ

(২) মাননীয়
পৌর প্রধান
চিনসুরা পৌর নিগম

(খ) বিষয়

অর্থ ঃ যার উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরিত হচ্ছে তাঁর বোঝার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয় কথা

Scanned with CamScanner

উদাহরণ ঃ "নিরাপত্তার জন্য পুলিশী ব্যবস্থার প্রার্থনা"

(গ) সম্ভাষণ

অর্থ ঃ যার উদ্দেশ্য পত্র প্রেরণ হচ্ছে তাকে সম্মানজনক শব্দে সৌজন্যবোধ জানানো

উদাহরণ ঃ 'মাননীয়'/ 'সবিনয় নিবেদন'।

(ঘ) পরিচয় জ্ঞাপন

অর্থ ঃ পত্রলেখক বা পত্রপ্রেরকের পরিচিতি।

উদাহরণ ঃ " আমি আপনার কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী/ছাত্র।"

(ঙ) বক্তব্য ঃ

অর্থ ঃ চিঠির মধ্যে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ।

(চ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বাক্ষর

অর্থ ঃ বক্তব্য সমাপ্তির পর সেই বক্তব্যর নিষ্পত্তি আশা করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

উদাহরণ ঃ 'অতএব, মহাশয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা অনুগ্রহ করে উপরি লিখিত দিনগুলিতে আমার ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।'

ধন্যবাদান্তে
বিনীত
(স্বাক্ষর)

(ছ) প্রেরকের ঠিকানা

অর্থ ঃ যে পত্র রচনা করেছে তার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা

উদাহরণ ঃ

হিয়ামন মজুমদার
বোসপাড়া, পান্ডুয়া
হুগলি-৭১২১৪৯
দূরভাষ-৯১২৬১৪১৫৫৯

রুৎলীন ঘোষ
হুগলি মহিলা মহাবিদ্যালয়
তৃতীয় বর্ষ,
(পদার্থবিদ্যা বিভাগ), অনুক্রম-৯৭

(জ) তারিখ/ দিনাঙ্ক

অর্থ ঃ যে স্থান থেকে পত্র রচনা হচ্ছে সেই স্থান ও পত্ররচনার তারিখ।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ ঃ স্বপ্নালয় অ্যাপার্টমেন্ট, বাগুইহাটি

২২ শে জানুয়ারি, ২০১৯

(ঝ) প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা

অর্থ ঃ বামদিকে প্রেরক ও ডানদিকে প্রাপকের ঠিকানা থাকবে।

উদাহরণ ঃ (ক) ও (ছ) অংশ দেখ।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের পত্র গঠন করার রীতি আলোচিত হল।

ব্যক্তিগত পত্র (হিন্দুরীতি)

(১) শিরোনাম

ওঁ/বা কোন দেব/দেবীর স্মরণ/তারিখ

(২) সম্ভাষণ—

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ঃ শ্রীচরণেষু, পূজনীয়েষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু

বয়োকনিষ্ঠ পুরুষ ঃ কল্যাণবরেষু, স্নেহভাজনেষু।

বয়োজ্যেষ্ঠ নারী ঃ পুজানীয়াসু, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

বয়োকনিষ্ঠ নারী ঃ কল্যানীয়াসু, চিরায়ুস্মতীষু।

সমবয়সী পুরুষ ঃ প্রিয়বরেষু, প্রিয়বন্ধু।

সমবয়সী নারী ঃ সুপ্রিয়াসু, সুচরিতাসু, প্রিয়বান্ধবী।

(৩) বিষয়বস্তু

(৪) বিদায় সম্ভাষণ

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ঃ ইতি, সেবক, প্রণত

বয়োজ্যেষ্ঠ নারীকে ঃ ইতি, সেবিকা, প্রণতা

পুরুষ সমবয়সীকে ঃ ইতি, প্রীতিমুগ্ধ

নারী সমবয়সীকে ঃ ইতি, প্রীতিমুগ্ধা

পুরুষ বয়োকনিষ্ঠকে ঃ আশীর্বাদক, শুভার্থী

নারী বয়োকনিষ্ঠাকে ঃ আশীর্বাদিকা, শুভার্থিনী

Scanned with CamScanner

ব্যক্তিগত পত্র (মুসলিম রীতি)

(১) শিরোনাম

এলাহিভরসা

(২) সম্ভাষণ—

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে ঃ পাকজনাবেষু, মোবারক জনাবেষু

বয়োজ্যেষ্ঠ নারীকে ঃ বদেখমতে হজরত মখদুমা মাছমা অথবা, জনাব হজরত সোয়াজুমা

বয়োকনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে ঃ আজিজল কদর বহুত পর।

(৩) বিষয়বস্তু

(৪) বিদায় সম্ভাষণ

বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে ঃ খাকসার, খাদিম

বয়োকনিষ্ঠ/সমবয়সীদের ক্ষেত্রে ঃ খয়ের তালেব, বান্দা, দোয়ার ইত্যাদি।

সামাজিক পত্রের অভ্যন্তরীণ গঠন

(১) শিরোনাম

দেব/দেবীর নাম উদ্দেশ্যানুসারে

(২) সম্ভাষণ—

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঃ যথাবিধি সম্মান পুরসর নিবেদন, সবিনয় নিবেদন, মহাশয়/মহাশয়া

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ঃ সময়োচিত নিবেদন মহাশয়/মহাশয়া

সভাসমিতি ঃ সুধী, মহাশয়, মান্যবর

(৩) বিষয়বস্তু ও অনুষ্ঠান সূচী

(৪) বিদায় সম্ভাষণ

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঃ বিনীত, নিবেদন, ভবদীয় লেখার পর নাম স্বাক্ষর।

শ্রাদ্ধপত্রে ঃ ভাগ্যহীন/ভাগ্যহীনা নাম স্বাক্ষর।

Scanned with CamScanner

ব্যবসায়িক পত্রের অভ্যন্তরীণ গঠন

(১) শিরোনাম
প্রতিষ্ঠানের নাম

(২) পত্র প্রেরকের অন্তবর্তী
ঠিকানা ও তারিখ

(৩) সম্ভাষণ ঃ পত্র প্রাপককের অন্তবর্তী ঠিকানা
মহাশয়/মহাশয়া/ব্যক্তি বিশেষের নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম

(৪) সূচক সংখ্যা/পূর্বসূত্র সংখ্যা

(৫) বিষয়

(৬) বিষয়বস্তু

(৭) বিদায় সম্ভাষণ ঃ
পুরুষ ঃ বিনীত, নিবেদক, বিশ্বস্ত
নারী ঃ বিনীতা, নিবেদিতা, বিশ্বস্তা
পুরুষ/নারী উভয় ক্ষেত্রে ঃ ধন্যবাদান্তে,
নমস্কারান্তে ইত্যাদি সহ নাম স্বাক্ষর।

ব্যবহারিক পত্রের আভ্যন্তরীণ গঠন

(১) সম্ভাষণ ঃ মাননীয়/মাননীয়া/সবিনয় নিবেদন

(২) বিষয়

(৩) বিষয়বস্তু

(৪) বিদায় সম্ভাষণ ঃ নিবেদক, বিনীত/বিনীতা,
আপনার বিশ্বস্ত ইত্যাদি সহ নাম স্বাক্ষর

তারিখ

পত্রের বাহ্যিক গঠন

একটা পত্রের বাহ্যিক বা বাইরে গঠন বলতে বোঝায় পত্র প্রেরক ও পত্র প্রাপকের নাম ঠিকানাকে। কিভাবে বাহ্য গঠন করা যায় তার একটি ছক দেওয়া হল ঃ

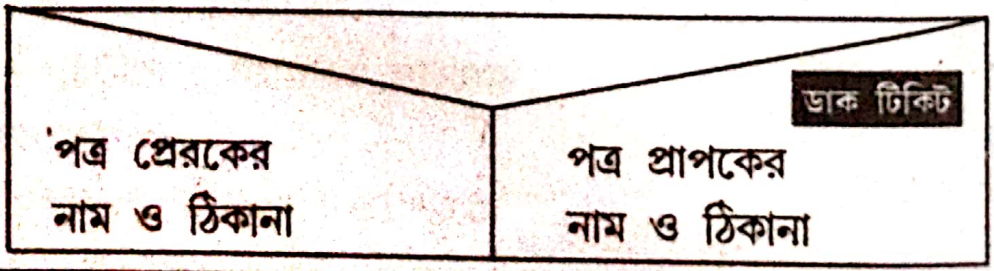

Scanned with CamScanner

(২১) তোমাদের কলেজে রক্তদান উপলক্ষে ছাত্র সংসদের বিশেষ সভা আহ্বান করা হবে, সেই উপলক্ষে অনুমতি চেয়ে, অধ্যক্ষের কাছে অনুমতি পত্র রচনা কর।

মাননীয়
অধ্যক্ষ মহাশয়
কাটোয়া কলেজ
কাটোয়া, বর্ধমান

বিষয় ঃ রক্ত-দান শিবিবের জন্য অনুমতি প্রার্থনা।

মহাশয়,

আপনার কাছে আমাদের নিবেদন ২১ শে জানুয়ারি ২০১৯ শনিবার, আমরা কলেজ প্রাঙ্গনে কলেজ অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি রক্তদান শিবির আয়োজন করতে চাই। এই সমস্ত রক্ত আমরা তুলে দেব 'রেডক্রস সোসাইটি'র হতে। সেই উপলক্ষ্যে কাল ৩.০০ টার সময় ছাত্রসংসদের হয়ে আমরা একটি আলোচনা সভা আমাদের অডিটোরিয়ামে করতে চাই।

এই শুভত্ববোধক কাজে আপনি যদি আমায় অনুমতি দেন তবে থাকব বাধিত এবং আপনার সভাপতিত্বে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করব, এই প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ থাকলাম।

আশা রাখি, আপনার শীঘ্রই সম্মতি পাব।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
রাহুল ঘোষ
সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন

দিনাঙ্ক
১৩ জানুয়ারি, ২০১৯

Scanned with CamScanner

(১৮) পরীক্ষার খাতা রিভিউ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের কাছে একটি পত্র লেখো।

মাননীয়
পরীক্ষা নিয়ামক মহাশয় সমীপেষু,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,
মাধ্যমে—
অধ্যক্ষা মহাশয়
বর্ধমান মহিলা মহাবিদ্যালয়
বর্ধমান

বিষয় ঃ পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়ন

মহাশয়,

আমার নিবেদন এই যে, আমি ২০১৫-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী হিসাবে ২০১৮ সালে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসেছিলাম। উক্ত পরীক্ষার প্রগতিপত্র পাওয়ার পর আমি ইংরাজি ষষ্ঠ পত্র (সাম্মানিক) র নম্বর দেখে আমি হতবাক। আমি এই পত্রে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। আমি পূর্বাপর সমস্ত বিচার করে নিশ্চিত যে এই নম্বর আমি পেতে পারি না। তাই দয়া করে, আমার উত্তরপত্রটি যদি পুনর্মূল্যায়ন করা হয় তাহলে বাধিত থাকব।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে অধ্যক্ষা মহাশয়ার দ্বারা প্রত্যায়িত করে এই আবেদনপত্রর সঙ্গে সংযুক্ত করলাম। এবং নির্ধারিত ফি সমেত জমা দিলাম।

নিবেদন
সপ্তর্পনা দত্তগুপ্ত
অনুক্রম ২৯৯১-১৯-৯২১২
রেজিস্ট্রেশন নং-১২৩৪৫৬, (২০০৯-২০১১)

দিনাঙ্ক
শক্তিগড়, বর্ধমান
২২ শে জুলাই, ২০১৮

Scanned with CamScanner

প্রতিটি প্রশ্নের মান—২

প্রশ্ন ঃ পত্র কাকে বলে?

উত্তর ঃ পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য মানুষ যখন লেখ্যরূপকে ব্যবহার করে তাকেই পত্র বলে।

প্রশ্ন ঃ পত্র কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ পত্র তিন প্রকার। (১) ব্যক্তিগত (২) সামাজিক (৩) প্রাতিষ্ঠানিক পত্র।

প্রশ্ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তি সরকারী বিভাগকে কিংবা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে অথবা এক প্রতিষ্ঠান যখন অন্য প্রতিষ্ঠানকে পত্র লেখেন তখন সেই পত্রকে প্রতিষ্ঠানিক পত্র বলে। যেমন—অধ্যক্ষের নিকট ছাত্রের পত্র।

প্রশ্ন ঃ প্রতিষ্ঠানিক পত্র কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ দুই প্রকার। (১) বাণিজ্যিক পত্র (২) ব্যবহারিক পত্র।

প্রশ্ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের ভিতরের অংশে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকে?

Scanned with CamScanner

উত্তর ঃ (১) শিরোনাম (২) অন্তবর্তী ঠিকানা (৩) পূর্ব সূত্র (৪) সম্ভাষণ (৫) বিষয়বস্তু (৬) বিদায় ভাষণ (৭) স্বাক্ষর (৮) প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ (৯) ক্রোড়পত্র।

প্রশ্ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পত্র ও ব্যক্তিগত পত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পত্র কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোনো পক্ষ থেকে লেখা হয়। এখানে বিশেষ রীতি মেনে কেবল দরকারী কথাবার্তা লেখা হয়। বক্তিগত পত্রে ব্যক্তিগত আবেগবহুল আলাপচারিতা লেখা হয়।

প্রশ্ন ঃ বিদায় সম্ভাষণ কাকে বলে?

উত্তর ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের শেষে মূল পত্র শেষ করবার পর পত্র লেখক আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় নেওয়ার জন্য যে সকল শব্দ ব্যবহার করে থাকেন তাকে বলা হয় বিদায় সম্ভাষণ।

প্রশ্ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পত্রের পত্র বিষয় সূচনায় উল্লেখ করতে হয় কেন?

উত্তর ঃ প্রাতিষ্ঠানিক পত্র যাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয় তারা কর্মব্যস্ত হতে পারেন। তাদের বুঝতে সুবিধার জন্য এবং সময় সংক্ষেপ করতে পত্রের মূল বিষয়টিকে সংক্ষেপে বলে দিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ ব্যবহারিক পত্র কাকে বলে?

উত্তর ঃ ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে যে সব পত্র লেখা হয় সেই সব পত্রকে ব্যবহারিক পত্র বলে। যেমন—বিভিন্ন জায়গায় লেখা আবেদন পত্র।

প্রশ্ন ঃ পূর্বসূত্র কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে বা যে প্রতিষ্ঠান পত্র লেখে সেই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চিঠির পূর্ব সূত্রে সংকেত ও তারিখ উল্লেখ হওয়ার নাম পূর্ব সূত্র।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক যুগে চিঠির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে কেন?

উত্তর ঃ আধুনিক যুগ উন্নততর প্রযুক্তির যুগ। টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেল প্রভৃতির কারণে চিঠির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে।

Scanned with CamScanner

প্রতিবেদন

প্রতিটি প্রশ্নের মান—২

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদন কাকে বলে?

উত্তর ঃ সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোনো বিষয়কে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বজন গ্রহণযোগ্য এবং নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা হয় তাকে প্রতিবেদন বলে।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদক কাকে বলে?

উত্তর ঃ সংবাদপত্রের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রতিবেদন যিনি রচনা করেন তিনিই প্রতিবেদক।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদককে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে?

উত্তর ঃ প্রতিবেদককে যে যে বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে সেগুলি হল ঃ (ক) ভাষার সহজতা, (খ) উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শনে তথ্যের সত্যতা, (গ) সংক্ষিপ্ততা, (ঘ) পুনরুক্তি বর্জন ও ভুল বর্জন।

প্রশ্ন ঃ কত রকমের প্রতিবেদন আছে? কী কী?

উত্তর ঃ প্রতিবেদন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন বিশেষ প্রতিবেদন, সংবাদ প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, সাধারণ প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিজ্ঞাপনভিত্তিক প্রতিবেদন, রাজনৈতিক প্রতিবেদন প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ মুখ্য প্রতিবেদকের কাজ কী ?

উত্তর ঃ মুখ্য প্রতিবেদক তার বিভাগের অন্যান্য প্রতিবেদকদের সঙ্গে সংযোগকারীর ভূমিকা স্থাপন করে। নিজে সমস্ত সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হয়ে ওঠেন দক্ষ প্রশাসক।

প্রশ্ন ঃ বিশেষ প্রতিবেদক কাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ কোন বিষয়ে বিশেষ ভাবে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রতিবেদককে বলা হয় বিশেষ প্রতিবেদক। এদের কাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খুবই গভীরে গিয়ে প্রতিবেদন রচনা করা।

প্রশ্ন ঃ সংবাদপত্রে পরিবেশনগত দিক দিয়ে প্রতিবেদনের শ্রেণীবিভাজন কর।

উত্তর ঃ সংবাদপত্রে পরিবেশনগত দিক দিয়ে প্রতিবেদন চারপ্রকার—(এক) বস্তুনিষ্ঠ, (দুই) বিশ্লেষণমূলক, (তিন) তদন্তমূলক, (চার) মানবিক আবেদনমূলক।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ঃ বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন (Objective Reporting) কাকে বলে?

উত্তর ঃ যখন কোন ঘটনা ঘটে, তখন সেই ঘটনার নিরপেক্ষ বিবরণ প্রদানই হল বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনকে Hard News ও বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন (Interpretative Reporting) কাকে বলে?

উত্তর ঃ বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ঘটমান ঘটনাটি সমাজ জীবনে বা জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে কতখানি শুভ বা অশুভ প্রভাব ফেলেছে, সেই সম্পর্কে যখন বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছুটা আলোকপাত করা হয়, তাকে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন বা New Journalism বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ তদন্তমূলক প্রতিবেদন (Investigative Reporting) কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা গোপন দুর্নীতির সম্পর্কে বিশদ জানতে পারি এবং দেশও দেশীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়, সেই প্রতিবেদন হল তদন্তমূলক প্রতিবেদন। এখানে প্রকৃত প্রতিবেদক হয়ে যান গোয়েন্দা।

প্রশ্ন ঃ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদনের (Human Interest Story) পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ পাঠককে মানবিক বোধে জাগিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে প্রতিবেদকরা সাংবাদিক ঘটনার বহুচর্চিত ভীড় থেকে তুলে আনেন এমন কিছু সংবাদ যা মানবিক সত্তাকে উদ্দীপ্ত করে। একেই মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন বলে।

প্রশ্ন ঃ রাজনৈতিক প্রতিবেদন কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোন দেশের রাজনৈতিক উত্থানপতন, ক্ষমতা দখল, যুদ্ধ ও শান্তি, নির্বাচন, বিদেশনীতি, নেতানেত্রীর বক্তৃতা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন, বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত দেশের রাজনৈতিক বিষয়ক সম্মেলনমূলক প্রতিবেদনই রাজনৈতিক প্রতিবেদন।

প্রশ্ন ঃ 'হলুদ সাংবাদিকতা' বা 'Yellow Journalism' কাকে বলে?

উত্তর ঃ সংবাদকে চটকদারিত্ব করে তোলার জন্য মুখরোচক কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে কিছু মিথ্যা বা অর্ধসত্যতা কৌশল করে মিশিয়ে দেওয়া হয় তার সঙ্গে। এর ফলে যে সংবাদ পাঠকসমাজে পরিবেশিত হয় তা সাংবাদিক পেশার আদর্শ বিরোধী। এই সংবাদই 'Yellow Journalism'। উদাঃ— যে কোন স্ক্যাণ্ডাল বিষয়ক সংবাদ।

প্রশ্ন ঃ 'সংবাদ' বা 'NEWS' কাকে বলে?

উত্তর ঃ সংবাদ হল অর্থবহ তথ্য। শুধুমাত্র যে ঘটনাসমূহ অর্থবহ, যে ঘটনা মানুষের মনকে আলোড়িত করে, যে ঘটনা নিয়ে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও চিন্তাভাবনা করে এবং যেসব ঘটনার একটি কমবেশি প্রভাব মানুষ তথা সমাজ জীবনের উপর প্রতিফলিত হয় তাকেই সংবাদ (News) বলে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদনের ভাষা কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো?

উত্তর ঃ সর্বসাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষা অর্থাৎ সহজ সরল কথ্যভাষাই প্রতিবেদনের ভাষা হওয়া উচিত। কথ্য ও চলতি শব্দ ব্যবহার করলে তা হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয়। তবে কখনোই দুর্বোধ্য ও অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক যখন স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশীয় বা বিদেশীয় যে কোন সমসাময়িক বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রতিবেদন রচনা করে তাকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন বলে।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদন রচনার মূল অংশ কি কি?

উত্তর ঃ প্রতিবেদন রচনার মূল অংশ চারটি। (১) শিরোনাম, (২) সূচনা, (৩) বিবৃতি, (৪) উপসংহার।

প্রশ্ন ঃ কোনো সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতা কি কি হয়ে থাকে?

উত্তর ঃ সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতাগুলি হল—(১) সাক্ষরতার উপর নির্ভরতা, (২) বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর নির্ভরশীলতা, (৩) প্রভাবহ্রাস।

প্রশ্ন ঃ কোনো সংবাদপত্রের মূল্যায়ন (Evaluation of Newspaper) তুমি কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে করবে?

উত্তর ঃ কোন সংবাদপত্রের মূল্যায়ণ করার আটটি বিষয় হল ঃ (১) টাইপোগ্রাফি, (২) সম্পাদনা ও প্রুফ রিডিং-এ প্রযত্ন, (৩) বানান, যতি ছেদ ও ব্যাকরণ, (৪) ছবির ব্লক, (৫) সম্পাদকীয় ও সংবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য, (৬) দক্ষ কর্মী, (৭) সম্পাদকীয় নীতি, (৮) আত্মমূল্যায়ন ও প্রতিবার্তার প্রতি সম্মান।

প্রশ্ন ঃ কোনো সংবাদপত্রে 'ক্যাপশন' বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ 'ক্যাপশন' কথার বাংলা অর্থ শিরোনাম বা টীকা। সাধারণত ছবি বা কার্টুনের শিরোনাম, টীকা বা বর্ণনাকে 'ক্যাপশন' বলে।

প্রশ্ন ঃ 'ক্যাচলাইন' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ ছাপাখানায় ছাপার জন্য ছোট ছোট স্লিপে কপি দেওয়া হয়। স্লিপগুলি যাতে অন্য কপির সঙ্গে মিশে না যায় তার জন্য প্রত্যেকটি স্লিপের পাতার নম্বরের সঙ্গে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হয়। একেই 'কলাম' (Column) কাকে বলে?

উত্তর ঃ সংবাদপত্রে ও ম্যাগাজিনে সরু সরু যে স্তম্ভ থাকে তাকে 'কলাম' বলে। এটি ইংরাজি Column কথা থেকে এসেছে। প্রতি পাতায় সংবাদপত্রে সাধারণত আটটি ও ম্যাগাজিনে দু-তিনটি কলাম থাকে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ঃ 'লিড' কাকে বলে?

উত্তর ঃ সংবাদপত্রের প্রধান খবর অথবা যে কোনো খবরের প্রথম প্যারাগ্রাফ সাধারণত বামদিকের তিন-চার কলম জুড়ে প্রকাশিত হয়। একেই বলে 'লিড নিউজ'।

প্রশ্ন ঃ 'ব্যানার হেডলাইন' সংবাদপত্রের কোন অংশকে বলে?

উত্তর ঃ অনেক সময় চাঞ্চল্যকর খবরের শিরোনাম আট কলম জুড়ে হয়, তাকে 'ব্যানার হেডলাইন' বলে।

প্রশ্ন ঃ সংবাদপত্রের ভাষায় 'অ্যাঙ্কর' (Anchor) কী?

উত্তর ঃ সংবাদপত্রের প্রথম পাতার নীচে গুরুত্বপূর্ণ কোনও খবর ছয় থেকে আট কলম জুড়ে হেডলাইন দিয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে 'অ্যাঙ্কর' (Anchor) বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদন রচনার সময় একজন প্রতিবেদকের কেমন মানসিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়?

উত্তর ঃ প্রতিবেদন রচনার সময় প্রতিবেদককে সত্যনিষ্ঠ, আসক্তিহীন, নিরপেক্ষ ও সমাজসচেতক হতে হবে। তার রচনায় যেন কোনোভাবেই ব্যক্তিগত ক্রোধের ছায়া না থাকে।

Scanned with CamScanner

অজানা জ্বরে আতঙ্কিত শহরের মানুষ

আলোক রায় ঃ ১০ই জানুয়ারি, ২০১৯, এই সময় ঃ আমাদের এই শহরের অধিকাংশ মানুষ আজ এক অজানা জ্বরের আতঙ্কে দিশেহারা। বেশ কিছু রোগী ইতিমধ্যেই শহরের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লক্ষণ বিচার করে চিকিৎসকেরা রোগটাকে পরিচিত কোনো অসুখের শ্রেণীভুক্ত করতে পারেন নি। তাই, নির্দিষ্টভাবে কোনো চিকিৎসাও করতে পারছেন না। ইতিমধ্যে দু'জন মারাও গিয়েছেন এই অজানা জ্বরে। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছেন। মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু রোগের গোত্র নির্ধারণ করতে পারেন নি। রোগীর পরিজনদের মনে ভরসা জোগাতেও পারেন নি।

চিকুনগুণিয়া নামে এক নতুন ধরণের জ্বরের কথা শোনা যায়। এই জ্বরটি চিকুনগুনিয়াও নয়। সম্পূর্ণ অজানা বলে ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা করতেও সাহস পাচ্ছেন না। তবে, আন্দাজে দু'একটা ওষুধ প্রয়োগ করে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছেন। রোগীদের রক্তের নমুনা স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ পাঠানো হয়েছে। সেখানকার গবেষকরা যদি কোনো পথ বাৎলে দিতে পারেন।

অসুখ চেনা যায় নি, নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা শুরু করা যায় নি ব'লেই রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই শঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অন্যান্যরাও শঙ্কিত হবার উপযুক্ত কারণ তো আছেই। দু'জনতো মারা গিয়েছেন। এই জ্বর ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক হতেই পারে। তাই রোগীকে যেমন মশারির মধ্যে রাখা হচ্ছে, সুস্থ মানুষেরাও মশারির মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কারো জ্বর হলেই ধনী-দরিদ্র সকলেই উদ্বেগে আক্রান্ত হচ্ছেন। রোগীর রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা করিয়ে জানতে ব্যাকুল হচ্ছেন, জ্বরের প্রকৃত গোত্র কী! চিকিৎসা ঠিক মতো হবে কিনা!

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অসহায়তা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। স্বভাবতই তারা বিরক্ত। ডাক্তার বাবুদের অক্ষমতা তাদের ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছে। এটাই স্বাভাবিক। মানুষ অসুস্থ হলে তার আপনজনেরা তাকে তো হাসপাতালেই নিয়ে যাবেন। সেখানে যদি সঠিক চিকিৎসা না হয়; যদি রোগীর আরোগ্য লাভের উপায়

Scanned with CamScanner

না হয়, যদি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়; তাহলে আত্মীয় স্বজনেরা ক্ষুব্ধ হবেন না কেন? অসুখ অজানা বলে ডাক্তারবাবুরা পার পাবেন না। রোগীকে সুস্থ করা তাঁদের কাজ। কীভাবে সে কাজ করবেন, তা' তাঁরাই ভাববেন। মানুষের মন থেকে আতঙ্ক দূর করা তাঁদেরই কর্তব্য।

প্রকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ে বর্ণনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩শে জুলাই, ২০১৭ ঃ একটানা তিনদিনের বৃষ্টিতে কলকাতাসহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ একেবারে জল থইথই। ব্যহত ট্রেন চলাচল। জলমগ্ন ফসলের খেত, রাস্তাঘাট। গত সপ্তাহে এক গভীর নিম্নচাপ উড়িষ্যার উপকূল অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে। আবহাওয়াবিদরা প্রাথমিকভাবে মনে করেছিলেন নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে নিম্নচাপটি আছড়ে পড়ে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গের ওপর। এদিকে ভরা কোটালের জন্য গঙ্গার জল ঊর্ধ্বমুখী। তার ওপর টানা বৃষ্টিতে বন্যার সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই ডিভিসি ৩৫০০০ কিউসেক জল ছাড়ায় হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। মুরশিদাবাদ এবং নদিয়ার ভাগীরথীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। বহু নীচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মানুষজনকে সরিয়ে আনা হয়েছে উঁচু জায়গায়। সরকারি তরফ থেকে ত্রিপল, পানীয় জল ও ওষুধপত্র বিতরণ করা হচ্ছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। কিছু কিছু অঞ্চলে ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ইমিধ্যেই বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও দুই ২৪ পরগনার তিন হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে বাংলাদেশের দিকে সরে যাবে।

Scanned with CamScanner

ভাব সম্প্রসারণ

ভাবসম্প্রসারণ হল কোনও সংক্ষিপ্ত ভাব বা অর্থের ব্যাখ্যা অথবা বিস্তৃতি। ভাবসম্প্রসারণ করতে হলে, ভাবসম্প্রসারণের জন্য উদ্ধৃত পংক্তিগুলি বারবার পড়ে নিয়ে মূল ভাবটি বুঝে নিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ধৃত অংশটিতে বাইরের একটি সাধারণ অর্থ থাকে। অন্তর্নিহিত অর্থের পাশাপাশি ওই সাধারণ অর্থটিকেও ভালোভাবে বোঝা জরুরি। অতিরিক্ত উদ্ধৃতি না দেওয়াই ভালো। মূল ভাবটি থেকে সম্প্রসারণটি যেন কোনো রকমে প্রসঙ্গচ্যুত না হয়। একটি বা দুটি অনুচ্ছেদে পরোক্ষভাবে ভাবটিকে ক্রমপর্যায়ে লিখতে হবে। আলোচনার সময় উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ অর্থাৎ আমি, আমরা বা তুমি তোমার ইত্যাদি ব্যবহার না করাই ভালো।

এই ভাব সম্প্রসারণ করতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সেগুলি নীচে সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করা হল—

এক. ভাবটি থাকবে সংক্ষিপ্ত ভাবে, তাকে সম্প্রসারিত বা বিশ্লেষিত করতে হবে।

দুই. এই বিশ্লেষণ কিন্তু ব্যাখ্যা নয়। তা হবে শিল্পীত বিবরণ।

তিন. মূল ভাবটি উপমা বা রূপকের আড়ালে থাকে। তাই ভাবটিকে বিশেষ ভাবে অনুধাবনের পর তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, অন্তর্নিহিত অর্থটিকে ধরে।

চার. এই সম্প্রসারণ রচনা নয়। তাই রচনার নাম, রচয়িতার নাম, প্রসঙ্গ—কোনো কিছুরই উল্লেখের দরকার নেই।

পাঁচ. বিশ্লেষিত রূপে কোনো উদ্ধৃতি প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে তা প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

ছয়. 'কবি বলেছেন', 'উদ্ধৃতাংশে কবির বক্তব্য হল'—এই ধরণের কথা পরিত্যাগ করা উচিত।

সাত. সম্প্রসারিত রূপের ভাষা হবে সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল।

আট. লেখ্য রীতি হবে যে কোনো একটি হয় সাধু রীতি নয় চলিত রীতি। দুয়ের সংমিশ্রণ হলে হবে না।

নয়. সম্প্রসারিত রূপে প্রয়োগ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী এবং অলঙ্কার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে তা যেন মূল কাহিনীর একান্ত সহযোগী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

দশ. সম্প্রসারিত রূপের কোনো বাঁধাধরা আয়তন নেই। মূল অনুধাবিত অর্থটিকে যথার্থরূপে প্রকাশ করতে পারাটাই আসল ব্যাপার।

Scanned with CamScanner

প্রশ্নোমান—২

প্রশ্ন ঃ ভাবসম্প্রসারণ বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ সংক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র পরিসরে লুকিয়ে থাকা কোনো গূঢ় ভাবকে সম্প্রসারিত করে সুন্দর, সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করার যে শিল্পীত রূপ, রীতি বা প্রকরণ তাকেই ভাব সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ভাব সম্প্রসারণের দুটি শর্তের উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ ভাব সম্প্রসারণের দুটি শর্ত হল—

এক. উপমা, রূপকের গূঢ় আবরণে থাকা ভাবকে সহজ ভাষায় বিশ্লেষিত রূপে প্রকাশ করা।

দুই. বিশ্লেষিত বিষয়ের মধ্য দিয়ে যেন মূল সংক্ষিপ্ত অংশটির অর্থ বজায় থাকে।

প্রশ্ন ঃ ভাব সম্প্রসারণের ভাষা কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

উত্তর ঃ ভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভাষাকে সরল, সহজ বোধগম্য হয় এমন, প্রাঞ্জল ভাষায় হওয়া উচিত। সাধু চলিতের সংমিশ্রিত 'গুরু চণ্ডালী দোষ' পরিহার করা দরকার।

প্রশ্ন ঃ ভাব সম্প্রসারণ কর—জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

উত্তর ঃ জীবকূলের সৃষ্টি ঈশ্বরের হাতে। মানুষ সেবা করে ঈশ্বরের। কিন্তু জীব জানে না ঈশ্বরের অবস্থান কোথায়! ঈশ্বর থাকেন প্রতিটি মানুষের মধ্যে, অনলে, অনীলে, ধূলায়। তাই জীব তথা মানব সেবা করলেই ঈশ্বর সেবা হয়। আলাদা করে ঈশ্বর উপাসনার দরকার পরে না।

Scanned with CamScanner

সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।।

[মূলভাব : মানবসভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক হল 'মনুষ্যত্ব'। দয়া মায়া ভালোবাসা ইত্যাদির মধ্যেই মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। ধর্ম, বর্ণ, জাতি ইতাদি ভেদ সৃষ্টি করে মানুষকে বিনাশ করা কখনাই সমর্থনযোগ্য নয়।]

উত্তর : মানুষই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের থেকে বড়ো এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই। বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধর্মবোধ সবদিক দিয়ে মানুষ আর সকলের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। মনুষ্যত্বেই মানুষের যথার্থ পরিচয়। এই মনুষ্যত্ব দেশ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষকে সেবার মধ্যে দিয়ে এই মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। আর এই মনুষ্যত্ব সঠিকভাবে অর্জিত হলেই সৃষ্টি হয় মানুষের প্রতি নিবিড় বন্ধন, মানুষের সঙ্গে প্রেম প্রীতির মধুর সম্পর্ক।

কিন্তু বাস্তবে প্রায়শই এর বিপরীত ছবিটি চোখে পড়ে। দেখা যায় কিছু মানুষ সংস্কারের বেড়াজালে আটকে পড়েছে, তার মধ্যে গড়ে উঠেছে জাতি, ধর্ণ, বর্ণ ইত্যাদির বিভেদ। এই বিভেদ কখনোই অভিপ্রেত নয়। মানুষকে অপমান, অবহেলা বা অবজ্ঞার দ্বারা দূরে সরিয়ে রাখলে মনুষ্যত্বেরই অপমান হয়। মনুষ্যত্বের অপমানের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিধাতাই অপমানিত হন।—এই অপমান কখনোই সমর্থন করা যায় না। এই জগতে কোনো মানুষকে ঘৃণা, অবহেলা বা অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত নয়। কারণ মানুষ মানুষেরই জন্য। মানুষ এবং তার মনুষ্যত্বই হল চিরসত্য। তাই মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচ, ধনী, দরিদ্র এই ভেদ না করে সবাইকে আপন করে নেওয়াই আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায় মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। মানবজীবনের সার্থকতা।

Scanned with CamScanner

যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয়প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।।

[**মূলভাব :** যে মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কখনো কিছু দান করে নি, তার মৃত্যুতে কোনো মহত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।]

উত্তর : প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুই হল সকল জীবের জীবনের শেষ পরিণাম। জন্মিলে মরিতে হবে—একথা ধ্রুব সত্য। অপরিবর্তনীয়। চিরন্তন। তাই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যারা মারা যায়, সেই মৃত্যুর মধ্যে কোনোরকম মাহাত্ম্য নেই। নেই কোনো গৌরব। এ মৃত্যুকে কখনোই 'প্রাণ দেওয়া' বলা যায় না। তাই একজন মানুষ যখন সাধারণভাবে আয়ুষ্কাল শেষ করে মারা যায়, তার কথা কখনও কেউ মনে রাখে না। কিন্তু ওই মানুষটিই যদি কোনো মহৎকর্ম বা পরোপকারের মাধ্যমে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেন, তাবে ভবিষ্যতের চোখে সেই মানুষটিই হয়ে উঠতেন মানব প্রেমিক। সকলেই তাকে মনে রাখতো। সম্মান করতো।

সবদেশে, সব কালেই এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁরা মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে নির্বিকার চিত্তে আত্মোৎসর্গ করেন। সংকীর্ণ আত্মসুখের গণ্ডী অতিক্রম করে নিঃস্বার্থভাবে মহৎ আদর্শের জন্য তারা ওই প্রাণ দিয়ে থাকেন।—মহাকাল এই ধরনের মানুষদেরই মনে রাখে। এই ধরনের মহৎ মানুষেরাই সর্বকালে, সর্বদেশে, সব মানুষের কাছেই সম্মানযোগ্য। যেমন, আমাদের দেশের পরাধীনতার সময়ে যাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। দেশের মানুষ আজও তাঁদেরকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে থাকেন। তাই আলোচ্য কবিতাংশের মধ্যে দিয়ে কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন—মৃত্যু যখন একদিন হবেই, তখন মহান আদর্শের জন্য মানুষের প্রাণ উৎসর্গিত হওয়াই ভালো।

Scanned with CamScanner

ভাবার্থ লিখন

ভাবার্থ লিখনের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। নিম্ন লিখিত সূত্রগুলিকে মাথায় রাখলে ভাবার্থ লিখন সহজ হবে।

এক. ভাবার্থ হল একটি কবিতা বা অংশবিশেষ অথবা গদ্যাংশের সরল এবং প্রঞ্জল কথায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করা।

দুই. ভাবার্থ কিন্তু মূল অনুচ্ছেদের তথ্য লিখন নয়, মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ।

তিন. ভাবার্থ ভাবসম্প্রসারণের ঠিক বিপরীত।

চার. ভাবার্থকে প্রকাশ করতে গেলে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি আগে বারবার পড়তে হবে এবং মূল ভাবটিকে অনুধাবন করতে হবে।

পাঁচ. ভাবার্থে কোনো উদ্ধৃতি সরাসরি দেওয়া যায় না। তার ভাবটুকু দিতে হবে।

ছয়. কোনো কাহিনী থাকলে তাকে সংক্ষেপে বলতে হবে।

সাত. অনুচ্ছেদের গুরুত্বের ওপর ভাবার্থের আয়তন নির্ভর করে।

আট. ভাবার্থে প্রত্যক্ষ উক্তি পরিত্যাগ করে পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার করতে হয়।

নয়. অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত ছেদ, যতি এবং অলঙ্কারকে পরিহার করতে হবে।

দশ. এককথায় কোনো পরিচ্ছেদকে পড়ে অনুধাবন করে নিজের মনের মত করে অর্থটিকে প্রকাশ করা।

ভাবার্থ ও সারাংশের মধ্যে পার্থক্য

ভাবার্থ ও সারাংশ উভয় ক্ষেত্রেই মূল রচনাটিকে সংক্ষেপ করতে হয়। তাই আপাত-দৃষ্টিতে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে মনে হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভাবগত ও প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য আছে।

(১) সারাংশে শিরোনাম দিতে হয়, ভাবার্থে শিরোনামের প্রয়োজন নেই।

(২) ভাবার্থ সাহিত্য গুণান্বিত হবে, কিন্তু সারাংশে সাহিত্যরস, শিল্পরস প্রকাশের সুযোগ কম। সারাংশে মূল রচনার বাহুল্য বর্জন করে মূল কথাটি যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হয়।

(৩) ভাবার্থের আয়তন কতখানি হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। ভাবার্থ অনেক সময় মূল রচনার অর্ধেক বা তার কিছু বেশি হতে পারে। তাই দেখা যায় ভাবার্থ অপেক্ষা সারাংশের আয়তন অপেক্ষাকৃত হয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্নোমান—২

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থ কী?

উত্তর ঃ কবিতা বা গদ্য থেকে দেওয়া অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদ বিশেষকে তার ভাব অনুসারে সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে ভাবার্থ বলে।

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থের দুটি শর্ত উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ ভাবার্থের দু'টি শর্ত হল—

এক. ভাবার্থে প্রত্যক্ষ উক্তি পরিত্যাগ পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার করতে হয়।

দুই. মূল বিষয়টিকে অনুধাবন করে সংক্ষেপে ভাব অনুসারী বক্তব্যটি পেশ করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণের দুটি পার্থক্য লেখ।

উত্তর ঃ ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণের দুটি পার্থক্য হল—

এক. একটি বড় অনুচ্ছেদকে সংক্ষেপে তুলে ধরা। কিছু ভাবসম্প্রসারণে একটি ছোটো বা সংক্ষিপ্ত অংশকে বড় আকারে ভাবের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়।

দুই. ভাবার্থ প্রকাশে বাইরের কোনো উপমা স্থান পায় না। কিন্তু ভাবসম্প্রসারণে বাইরের উপমা দেওয়া যেতে পারে ভাবকে প্রকাশ করতে।

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থ লেখার ভাষা কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

উত্তর ঃ ভাবার্থ লেখার ভাষা যতটা সম্ভব সহজ, সরল, প্রাঞ্জল এবং শিল্পীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে সহজ বোধগম্য হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থ লেখো—মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

উত্তর ঃ এই সৌন্দর্যে ভরা জগৎ ছেড়ে পরলোকে গমন না করে মানুষের মাঝে থেকে আনন্দলাভ করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থ লেখো—বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা।

উত্তর ঃ অচেনার আনন্দ পেতে চায় মানুষ। সেই—উদ্দেশ্যে বহু অর্থ-ব্যয় করে দেশ দেশান্তরের নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র দেখতে বেরোয়।

Scanned with CamScanner

▲ চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি;
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাহি গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

ভাবার্থ ঃ ভারতবর্ষের জন্য এমনই এক স্বর্গ প্রয়োজন যেখানে মানুষ সমুচ্চ মহিমায় ও মুক্ত প্রজ্ঞায় বিরাট, বিশাল। যেখানে মানুষ আচারবদ্ধ নয়, যেখানে মানুষ পৌরুষকে হারিয়ে ফেলে না, সেখানে মানুষ সর্বকর্মযজ্ঞের পুরোহিত। ঈশ্বর যেন ভারতবাসীর অসম্পূর্ণতাকে আঘাত করে সেই পরিপূর্ণতার স্বর্গে ভারতবর্ষের মানুষকে পৌঁছিয়ে দেন।

Scanned with CamScanner

▲ রাজা বলিলেন, 'কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন; হীরার মুকুট ও রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভারকত জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া মনে করো। সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সেই রাজা, সে পূর্ণকুটিরেই থাক আর রাজ প্রসাদেই থাক। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপ ধারা হইতে কোনো রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে। অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।'

ভাবার্থ ঃ রাজার সিংহাসন নিষ্কণ্টক নয়। রাজার মাথায় প্রজাদের অসংখ্য চিন্তার গুরুভার থাকে। এই দুঃসমাধেয় দায়িত্বভারে রাজার মাথায় যে মুকুট শোভা পায় তা আসলে কণ্টকমুকুট। কারণ প্রজাদের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়েই রাজা পৃথিবীর রাজা হয়ে ওঠেন। মানুষের দুঃখ দূর না করতে পারলে রাজা হওয়া যায় না। রাজা হওয়ার অর্থ অবাধলুণ্ঠন নয়, অপার কল্যাণ সাধনের প্রেরণা অর্জন।

Scanned with CamScanner

অনুচ্ছেদ

কথালাপ ঃ 'শোনো আমরা কি সবাই বন্ধু হতে পারি না"—চেনা লাগছে লাইনটা? ঠিক ধরেছ এটা রূপম ইসলামেরই গানের লাইন। ভাবছ, অনুচ্ছেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়? সত্যি কি, একদমই সম্পর্ক নেই। চলো খোঁজা যাক, অনুচ্ছেদ হল পারম্পর্য রক্ষা করে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ভাবে পরিপাট্য অনুসারে রচনা। আর গানের পংক্তিটাতে বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে আসা ছোট্ট সুখী পরিবারের কথা বলা হয়েছে। দুজনেরই লক্ষ্য সুখকে পাওয়া। তাই অনুচ্ছেদ ২০০ থেকে ৩০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেগুলো মাথা রাখবে ঃ

(১) খুব ভালভাবে প্রশ্নপত্রে দেওয়া বিষয়টি ভাববে।

(২) একটাই মাত্র ভাবধারা দেখা যায়।

(৩) বাক্যগুলো যেন ভাসা-ভাসা না হয়, সুদৃঢ় করতেই হবে।

(৪) পুনরুক্তি বর্জনীয়।

(৫) নির্ভুল বানান, নির্ভুল শব্দ চয়ন, নির্ভুল বাক্য লিখতে হবে।

(৬) সাধু ও চলিত মেশাবে না।

অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধের পার্থক্য ঃ অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধের পার্থক্য মূলতঃ আয়তনগত। একই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। তবে প্রবন্ধ হবে সবিস্তার, তথ্যবহুল, যুক্তিনিষ্ঠ।

অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদের পার্থক্য ঃ অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদের মধ্যে 'Paragraph Change' বা বিষয়ের ভিন্ন দিক আলোচনা নতুন করে শুরু হওয়ার রীতিই হল পরিচ্ছদ। অনুচ্ছেদ একটানা ভাবে লেখা হয়। তবে পরিচ্ছেদের মধ্যে অনুচ্ছেদ থাকবে না। অনুচ্ছেদের মধ্যে পরিচ্ছেদ থাকবে।

একটি গ্রামীণ মেলা

উৎসব জাতীয় জীবনেরই অপরিহার্য অধ্যায়। কমবেশি সকলেরই উৎসবের অভিজ্ঞতা আছে। তবু এমন দু-একটি উৎসবের স্মৃতি মনের মধ্যে এমনভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়, যার কথা কিছুতেই ভোলা যায় না। কালিকাপুরের চড়ক উৎসবের কথা আজও আমার কাছে এক অবস্মিরণীয় দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কলকাতার কাছেই অখ্যাত গ্রাম। কলকাতা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে চম্পাহাটি স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখো পথ ধরে বাবাঠাকুরতলা বাঁয়ে রেখে কাঠের সাঁকো পেরিয়ে সোজা দেড় মাইল পথ হেঁটে গেলে পাওয়া যাবে সেই গ্রাম। গাঁয়ে পুরনো একটি কালীমন্দির

Scanned with CamScanner

আছে। আছে চড়কডাঙার মাঠ। চৈত্রমাসের নীল ষষ্ঠীর আগের দিন সন্ন্যাস উপলক্ষে এখানে বসে বিরাট মেলা।

চৈত্রের রুক্ষ, তপ্ত হাওয়া ছুটে বেড়ায়। তৃষাদীর্ণ ধূ ধূ প্রান্তর। দীপ্তচক্ষু সন্ন্যাসীর গ্রীষ্মের আসন পাতা হয়েছে সেখানে। চৈত্রের চিতাভস্ম উড়ছে দিক-দিগন্তে। মাদার কৃষ্ণচূড়ার রঙিন রক্তনেশা। পত্রঝোপের আড়ালে, গাছের ডালে দোয়েল-শ্যামার শিস। মাঝে মাঝে কোকিলের মন কাড়া ডাক। রুক্ষ ফুটি ফাটা মাটি।

সকাল থেকেই ভিড় শুরু হয়েছে। আশপাশের গাঁ থেকে ছেলে বুড়ো জোয়ান, নারী-পুরুষ সব দল বেঁধে আসছে। ঢাকের বাদ্যি বাজছে। প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনে এসেছে আনন্দের জোয়ার। সন্ন্যাস ব্রতধারী শত শত পুরুষ-নারীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেবের নাম। সন্ন্যাসীরা ঠাকুর পুকুরে স্নান সারে। কালীমন্দিরের সামনে চলছে সন্ন্যাসীদের গান, চলছে নাচের মহড়া। গাঁয়ের মহিলারা সন্ন্যাসীদের বিতরণ করছেন ফল আর মিষ্টি। খেজুর পাতা দিয়ে ঘেরা হয়েছে ঠাকুরঘর। সেখানে মহাদেবের মূর্তি। সামনে বাঁশের বিরাট ভারা বাঁধা হয়েছে। সন্ন্যাসীরা তার ওপরে উঠে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূলের ওপর ঝাঁপ দিচ্ছে। চোখে পড়বে চড়ক গাছে ঘুরন্ত সন্ন্যাসীদের। স্নান সেরে সন্ন্যাসীরা গণ্ডি কেটে মন্দিরে যাচ্ছে। কেউ কেউ দুহাতে, মাথায় ধুনোর মালসা নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। এখানে-ওখানে নাচছে গাজনের সঙ। মাটির বিরাট কুমীর তৈরী করা হয়েছে, তার সারা গায়ে কাঁচা খেজুর বুটি। লোকের চিৎকার, ঢাকের বাজনা। সবার মুখেই উৎসবের ঝিকিমিকি।

স্কুলের পাশের বিরাট মাঠে বসেছে চড়ক পুজার মেলা। মেলাও বেশ জম-জমাট। বেচাকেনার ধুম লেগেছে। ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় মেলায়। কোথাও বসেছে কাঁচের চুড়ি, খেলনা। কোথাও ধামা-কুলো-মাদুর-পাটি। একদিকে বঁটি, কাঁচি, ছুরি, হাঁড়ি, কড়াই, বালতি। তেলেভাজার গন্ধ। কোথাও জিলিপি ভাজা চলেছে। ছেলেমেয়েরা পরমানন্দে খাচ্ছে। দোকানে দোকানে ভিড়। দরাদরি। কথা কাটাকাটি। কিনছে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। নাগরদোলা ঘুরছে। কোথাও ম্যাজিক খেলা চলছে। গ্যাস বেলুন উড়ছে। ভেঁপু বাজছে। আরও কত রকমের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার। নানা বয়সের মানুষের মেলা। সব মিলিয়ে এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশ।

ধীরে ধীরে রাত বাড়ে। চড়ক ডাঙার মাঠের ভিড় পাতলা হতে থাকে। যারা উৎসবের জোয়ারে এসেছিল, ভাঁটায় তারা যে যার ঘরে ফিরে গেল। দোকানীরা পসরা গুছিয়ে বাড়ির পথ ধরল। সন্ন্যাসীরা উদার অনন্ত আকাশের নিচে ঘুমে ঢুলছে। এখানে-ওখানে পড়ে থাকে শত শত মানুষের মিলন স্মৃতি। নাই বা থাকল তাদের আধুনিক জীবনের আনন্দ-উপকরণ-সামগ্রী। নাই বা থাকল শহর-উৎসবের রোশনাই, বিলাস-বাহুল্য। এই স্থানীয় উৎসবই তাদের বছরের পর বছর একত্রিত করে। এই উৎসবই তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আনে বৈচিত্র্যের জোয়ার।

Scanned with CamScanner